গৃহের কথা
দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত
মূল্য দুই আনা

গৃহের কথা।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত।

কলিকাতা,
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫ সাল।

মূল্য ৵০ আনা।

উৎসর্গ

তুমি আমার জীবনের আলোক ছিলে। সে আলোক ঝটিকা বেগে নিবিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি গভীর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। আমি এই অন্ধকারে বসিয়া কত ঝটিকা, বৃষ্টি ও তুষারপাতের আশঙ্কা হৃদয়ে লইয়া কাঁপিতেছি, তাহা কেবল আমিই জানি।

ইহপরলোকের মধ্যে সেতুস্বরূপ হইয়া তুমি এখন বিরাজ করিতেছ। আমার সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও ব্রহ্মকৃপা, হোমশিখা ও মেঘধারার মত এখন তোমারই মধ্য দিয়া উত্থিত ও অবতীর্ণ হইতেছে। ইহাই আমার ভগ্ন জীবনের সান্ত্বনা রহিল।

১৩ই মে, ১৯০৫।

গৃহের কথা।

মা।
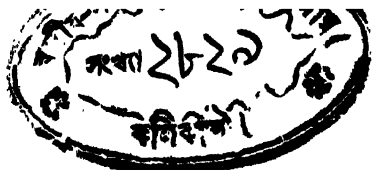
মা! কি মধুর নাম! এ নাম কে দিয়াছে? মন যখন চিন্তা ও দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখনই "মাগো" বলিয়া নিশ্বাস ফেলি, মার কল্যাণময় পবিত্র নাম লইয়া যেন সকল গ্লানি মন হইতে ধুইয়া ফেলিতে চাই। মার নামের সঙ্গে এতই আরাম ও শান্তি মিশ্রিত! কত বার দেখি, ছোট শিশুরা যখন মার কাছে ভয়ানক প্রহার খায়, তখন মাকে জড়াইয়াই "মা" "মা" বলিয়া কাঁদে। কি আশ্চর্য্য! যে মারিতেছে, তাহারই নাম লইয়া প্রহারের কষ্ট ভুলিতে চায়, যাহার হস্ত প্রহার করিতেছে, তাহারই কোলে উঠিয়া শান্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়। যখন পীড়িত হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছট ফট করি, তখন মাকে দেখিলে সব যাতনা দূরে যায় কেন? দেখিলে মনে হয়, আমার চেয়ে যেন মারই কষ্ট বেশী। তাঁহার মুখ শুকাইয়া যায়, তিনি সময়ে খাইতে এবং স্নান ও বিশ্রাম করিতে চান না। আমার বিছানার পাশ হইতে

যাইতে তাঁহার পা ওঠেনা; দেখিলে মনে হয়, যেন তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। কেন এমন হয়?

এত ভালবাসিতে বুঝি জগতে আর কেহ পারে না, এত দৌরাত্ম্য, এত আব্দার সহিতে বুঝি সংসারে দ্বিতীয় কেহ নাই। এত আপনার লোক, এমন ব্যথার ব্যথী, পৃথিবীতে আর কোথায় পাইব? আমাদের ক্লাসের শিশিরের মা সে দিন মারা গিয়াছেন। তাহার কয়েক দিন পরে শিশির যখন স্কুলে আসিল, তখন তাহাকে যেন আর চেনা যায় না। তাহার সে চেহারাই নাই। দেখিলেই মনে হয়, তাহার সকল থাকিতেও তাহার যত্ন করিবার ও তাহাকে ভাল বাসিবার লোক জন্মের মত গিয়াছে। শিশিরকে দেখিয়া আমার ভয়ানক কান্না পাইতে লাগিল। আমারও যদি মা মরিয়া যান? সে কথা মনে আনিতেও সাহস হইলনা, স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াই ছুটিয়া মার কাছে গেলাম। মার কোলে বসিয়া মাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার মাকে মরিয়া যাইতে দিবনা, মা আমার চিরদিন বাঁচিয়া থাকুন।

আচ্ছা, মা হারাইলে সন্তানের বেশী কষ্ট, কি সন্তান হারাইলে মার বেশী কষ্ট? আমাদের বাড়ীতে এক বার একজনদের মেয়ে মরিয়া গিয়াছিল। তখন তাহার মার যে কষ্ট দেখিয়াছিলাম, তার আর ভুলিব না। তিনি কাটা ছাগীর মত মাটীতে পড়িয়া ধড়ফড় করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোনই জ্ঞান ছিলনা, শোকে তিনি পাগলিনী হইয়াছিলেন। কন্যা যেখানে গিয়াছে, তাঁহার প্রাণও যেন সে অদৃশ্য দেশে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে দেখিলে তখন এরূপ মনে হইত। রাম বনে গেলে কৌশল্যার ও নিমাই সন্ন্যাসী হইলে শচী মাতার যে অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া পড়িয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আমার তখন সে কথা মনে হইত। আমি দেখিয়া ভাবিতাম, মা যেমন মেয়ের জন্য করেন, মেয়ে ত তাঁহার হাজার ভাগের এক ভাগও করেনা, তবে কেন কন্যার শোকে মার এত যাতনা? ইহাকেই বলে, নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে কার্থেজ নগরে সেণ্ট অগষ্টিন নামে এক মহা সাধু জন্মিয়াছিলেন। এত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখনও তাঁহার পবিত্র জীবনের কথা পড়িয়া কত লোক কত উপকার পাইতেছে। এই সেণ্ট অগষ্টিন যুবাকালে খুব লেখাপড়া শিখিয়া দেশের মধ্যে এক জন অগ্রগণ্য পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যুবা বয়সে তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে ছিল না এবং কুসঙ্গে পড়িয়া তিনি না করিয়াছিলেন, এমন পাপও ছিল না। অগষ্টিনের বড়, ভাগ্য, যে তিনি সকল গুণে গুণময়ী ধার্ম্মিকা মাতা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মণিকা পুত্রের ব্যবহারে দিবা

নিশি বিষণ্ণ থাকিতেন; পুত্রের ঘৃণিত জীবনের কথা ভাবিয়া তাঁহার জীবনে কোনই সুখ ছিলনা, সে তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পাপের পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাই মণিকা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া তাহাকে পুণ্যের পথে ফিরাইয়া আনিবেন। পুত্র বিদেশে মহা আমোদ ও উল্লাসে পাপে ডুবিয়া আপনাকে মহা সুখী মনে করিত, আর মাতা দেশে একা ঘরে পড়িয়া অনবরত ঈশ্বরের নিকটে কাঁদিতেন, বলিতেন, "হে ঈশ্বর, আমি কেবল তোমাকেই জানি, আর কাহাকেও চিনিনা, আমার ছেলেকে ভাল করিয়া দাও, তাহা না হইলে আমি তোমায় ছাড়িব না।" বহু বৎসর এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বর সাধ্বী মাতার প্রার্থনা শুনিলেন। অগষ্টিন পাপ পথ ছাড়িয়া সাধু পথে ফিরিয়া আসিলেন। মণিকার সকল রোদন সার্থক হইল। ইহারই নাম মাতৃস্নেহ।

এব্রাহিম লিঙ্কন নামে এক ধার্ম্মিক পুরুষ আমেরিকার দেশপতি ছিলেন। তাঁহার মাতা গৃহস্থালীর সকল কাজ নিজের হাতে করিয়াও পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পুত্রকে সত্যপথে চলিতে, ন্যায়বান হইতে ও ঈশ্বরের উপর ভক্তি রাখিতে শিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী এমন গভীর বনের মধ্যে ছিল, যে মাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

করিতে কোন আচার্য্য পাওয়া যায় নাই। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে এক জন ধর্ম্মযাজক আসিয়া তাঁহার সমাধি স্থানে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। বালক এব্রাহিম সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন। মাতার মৃত্যু ও তাঁহার কল্যাণের জন্য আচার্য্য যে প্রার্থনা করিলেন, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এমন পবিত্র ভাবের উদয় করিয়াছিল, যে সে ভাব, তিনি জীবনে কথনই ভুলেন নাই। মায়ের কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেন, "আমি যাহা হইয়াছি বা হইব বলিয়া আশা করি, সে সমুদয়ই আমার মাতার গুণে।"

মায়ের প্রতি হৃদয়ের যে এই গাঢ় ভক্তি, ইহা বড় প্রশংসনীয় গুণ। আমি এমন অনেক লোকের কথা পড়িয়াছি ও জানি, যাহারা পাপে পড়িয়াও মাতার প্রতি ভক্তি বশতঃ শেষে সুপথে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিঠোবা মহারাষ্ট্র জাতির দেবতা, সমুদয় মহারাষ্ট্র জাতি ইঁহার পূজা করিয়া থাকেন। এই বিঠোবা সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প পড়িয়াছি, তাহা বলি, শোন।

এক ব্রাহ্মণের পুণ্ডরীক নামে এক পুত্র ছিল। পুণ্ডরীক পিতা মাতার অবাধ্য ও দুর্ম্মুখ। যতই বয়স বাড়িল, ততই তাহার দোষ গুলি না কমিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল, ক্রমে সকল অপরাধ ও পাপে তাহার বাল্যের নির্ম্মল জীবন কলঙ্কিত হইয়া গেল। এক বার

পর্ব্ব উপলক্ষে পিতা মাতা পুণ্ডরীককে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন কাশী হইতে কয়েক মাইল দূরে এক স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সে রাত্রিতে আর যাইবেননা, স্থির করিয়া পুণ্ডরীকের পিতা মাতা নিকটবর্ত্তী এক সাধুর আশ্রমে রাত্রি কাটাইবেন, স্থির করিলেন। সকলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পুণ্ডরীকের নিদ্রা হইল না, তিনি জাগিয়া রহিলেন। রাত্রি গভীর হইলে পুণ্ডরীক দেখিলেন, তিন জন স্ত্রীলোক এক এক কলসী জল মাথায় করিয়া লইয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকেরা কতক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলে পুণ্ডরীক দেখিলেন, যে আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাদের শরীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু এখন তাহা অপূর্ব্ব আলোক ও সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়াছে, সেরূপ জ্যোতিঃ মানুষের শরীরে দেখা যায়না। পুণ্ডরীক ইহা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং নিকটে গিয়া তাঁহারা কে এবং তাঁহাদের রূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীরা বলিলেন, "আমরা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এই আশ্রমে যে সাধু পুরুষ বাস করেন, তিনি পিতা মাতার সেবায় এরূপ ব্যস্ত, যে আমাদের জলে গিয়া স্নান করিতে তাঁহার কখনও অবসর হয় না। সেই কারণে আমরা নিজেই ইঁহার স্নানের জন্য

জল লইয়া আসি। লক্ষ লক্ষ পাপী আমাদের জলে প্রতিদিন স্নান করিতেছে, তাহাদের পাপ লাগিয়া আমাদের শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয়, কিন্তু পিতৃমাতৃভক্ত এই পুণ্যবান পুরুষের নিকটে আসিলে তাঁহার পুণ্যে আমাদের সে পাপ ধুইয়া যায়, আমরা আবার স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ফিরিয়া পাই।” নদীর দেবতারা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই গভীর রাত্রিতে এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া পুণ্ডরীকের চেতনা হইল। তিনি ভাবিলেন, পিতৃভক্ত যদি গৃহে বসিয়াই দেবতার দর্শন পান, তবে আর তীর্থে যাইবার প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং মন্দ পথ ছাড়িয়া পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর এক দিন নারায়ণ পুণ্ডরীকের পিতৃভক্তি পরীক্ষা করিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত আছেন। নারায়ণ দেখিলেন, স্বর্গের বিমল আলোকে সে গৃহ উজ্জ্বল। পুণ্ডরীক নারায়ণ আসিয়াছেন দেখিয়াও পিতামাতার সেবা ত্যাগ না করিয়া সম্মুখের এক খানা ইটের উপর তাঁহাকে দাঁড়াইতে কহিলেন, নারায়ণ তাহাই করিলেন। অবশেষে পিতা মাতার সেবা শেষ করিয়া পুণ্ডরীক নিকটে আসিলে নারায়ণ কহিলেন, “তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব।” পুণ্ডরীক করযোড়ে কহিলেন, “তবে আপনি যেমন দাঁড়াইয়া আছেন, সেই

রূপই থাকুন, আমি যেন পিতা মাতার সেবা করিতে করিতে সর্ব্বদা আপনাকে দেখিতে পাই।" নারায়ণ কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

য়িহুদী জাতির মধ্যে একটী সুন্দর বচন আছে, সেটী এই, "স্বর্গ কোথায়?" "মাতার চরণে।"

আমাদের দেশের প্রাচীন নীতিকারেরাও বলিয়া গিয়াছেন, "সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ হইতে উচ্চতর।" ঠিক কথা।

মাতা সন্তানের জন্য যত কষ্ট স্বীকার করেন, কত মাতৃভক্ত সন্তান চিরদিন তাঁহাদের আজ্ঞাকারী থাকিয়া ও তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কথা আমরা সকলেই কত গৌরবের সহিত স্মরণ করি।

বাবা।

এক মা ছাড়া বাবার মত আর কেহ ভালবাসিতে পারে না। বাবার যত্ন, বাবার আদর আর কোথায় পাইব? মা যেমন ঘরে থাকিয়া গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করেন, বাড়ী ঘর পরিপাটী করিয়া রাখেন, বাবা তেমনি টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া আমাদের পালন করেন।

এই টাকা আনিতে তাঁহাকে বাহিরে গিয়া কি দুরন্ত শ্রম করিতে হয়॥ কেবল তাহাই নহে, আমাদের লেখা পড়ার সুবিধা, পীড়া হইলে ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত, বিপদে আপদে রক্ষা এ সমুদয়ই বাবা করেন। যতীশের মা তাহাকে দুই বৎসরের রাখিয়া মারা যান। আমার মার মুখে শুনিয়াছি, সেই অবধি তাহার বাবাই তাহাদের মায়ের অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের খাওয়াইতেন, কাছে শোয়াইতেন, পীড়া হইলে রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতেন, এক কথায় তাহাদের সকল কাজই করিতেন। তাহারা ছয় ভাই বোন বাবাকেই মা বলিয়া জানিত, তাঁহার কাছেই তাহারা আবদার, নালিস, দৌরাত্ম্য সকল করিত। যখন যতীশের বাবার মৃত্যু হইল, তখন তাহাদের সকল ভাই বোনেরই বিবাহ হইয়াছে। তাহার খুড়িমা তখন কাঁদিয়া বলিলেন, "বাছারা, তোরা মা কি ধন বুঝিস্ নাই, আজ এক সঙ্গে তোরা দুই জনকেই হারাইলি।" তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন।

সেদিন রাত্রে আমাদের পাড়ায় কি ভয়ানক ঘটনা ঘটিল। অনুর বাবা কার্য্যস্থান হইতে আসিয়া অন্য দিনের মত সকল কাজ করিলেন। তাহাদের সকলকে পড়া বলিয়া দিয়া ও খাওয়াইয়া আপন আপন বিছানায় শোয়াইলেন, তাহারা কেহ কেহ ঘুমাইয়া পড়িল। গভীর

রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে সংবাদ আসিল, অমুর বাবা হঠাৎ মারা গিয়াছেন। তাহাদের মা নাই, আমার মা গিয়া সে রাত্রে পিতৃমাতৃহীন সন্তান গুলিকে আগুলিয়া রহিলেন। পর দিন সকালে আমি গিয়া দেখিলাম, তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কাহারও মুখে কথা নাই, যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। পূর্ব্ব রাত্রিতে তাহাদের ঘরে যে বজ্র পড়িয়াছে, তাহার বিষম আঘাতে এই কোমল প্রাণগুলি দলিয়া পিশিয়া ঝরিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষাহীন নীরব শোক দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আহা, মা মরিবার পর তাহাদের বাবা কাজ করিতে যাওয়া ভিন্ন আর বাড়ীর বাহির হইতেননা, পক্ষিণী যেমন শাবকগুলিকে ডানায় ঢাকিয়া রাখে, তিনি তেমনি মাতৃহীম সন্তানগুলিকে বুকে বুকে রাখিয়া মানুষ করিতে ছিলেন। হায়, আজ কোন্ শত্রু আসিয়া তাহাদের এমন পিতাকে হরিয়া লইল?

এক বার একটি ক্ষুদ্র বালিকা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, “আহা, বাবার বাবা নাই।” সে দেখিত, তাহার সকল অভাব বাবাই পূর্ণ করেন। সে দেখিত, পরিবারের সকলকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে তাহার বাবা সর্ব্বদা কি পরিশ্রম ও যত্ন করেন। বাবা ভিন্ন আর যে কেহ যত্ন ও আদর করিতে পারে, বালিকার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা

আসিত না, তাই সে বুঝিতে পারিত না, তাহার বাবার যখন যে অভাব হয়, কে তাহা পূর্ণ করেন, কারণ তাঁহার ত আর বাবা নাই! বালিকা কি ঠিক বোঝে নাই? রামায়ণের সে স্থানটী কি করুণ! রামকে চৌদ্দ বৎসর বনে পাঠাইতে হইবে শুনিয়া দশরথ বলিতেছেন, 'জল বিনা শস্য বাঁচিতে পারে, সূর্য্য বিনা পৃথিবী থাকিতে পারে, কিন্তু আমি বলিতেছি, রাম বিনা আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না।" দশরথ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। রামায়ণে উল্লেখ আছে, রাম বনে যাইবার দশম দিনে তিনি পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। যে ভালবাসা সন্তান বিহনে প্রাণ রাখিতে পারেনা, তাহা কি গভীর! ইহা স্বর্গীয় বস্তু।

আচ্ছা, বাবাতে আর অন্য লোকে কি প্রভেদ? প্রভেদ অনেক। শুনিয়াছি, পৃথিবীতে ধনী ও পদস্থ লোকের কাছে যাইতে অনেক কষ্ট করিতে হয়, সহজে তাঁহাদের দেখা পাইবার উপায় নাই। তাঁহাদের সকল সময়ে দেখা করিবার অবসরও থাকেনা, আর বাবা? কেন আমি ত তাঁহার কাছে গিয়া সকল সময়েই যাহা বলিবার বলিতে ও আব্দার করিতে পারি। আমার বাবা যদি ধনী বা পদস্থ লোক হন, তাহাতে আমার কি? আমার বাবা আমার বাবাই, তাহা ছাড়া আমি তাঁহাকে আর কিছু বলিয়া জানি না। ধন, মান, পদ

বা ঐশ্বর্য্য আমার ও তাঁহার মধ্যে কোন বাধা আনিতে পারে না।

বাবার স্নেহ ও দান সর্ব্বদাই পাইতেছি। পরিচিত বা আত্মীয় বন্ধুদের ভালবাসার পরিচয় মাঝে মাঝে পাই। কোন বিশেষ সময়ে কি জন্মদিনে তাঁহারা কোন প্রিয় উপহার পাঠাইয়া আমাদের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ জানাইয়া থাকেন। আর বাবা? কেন? আমার যাহা কিছু, সবই তাঁহার, সকলই ত তাঁহা হইতে।

বাবার কাছে আমরা সকল সন্তানই সমান। সকলেই তাহার স্নেহলাভের সমান অধিকারী। এটী ভাল, উহাকেই যত আদর দিব, আর ওটী দুষ্টু, উহাকে ভাল বাসিবনা, এটী বুদ্ধিমান, পৃথিবীতে যশস্বী হইয়া আমার নাম উজ্জ্বল করিবে, আর ওটী বোকা, উহার জন্য টাকা ব্যয় করিয়া লাভ নাই, এটী ছেলে, টাকা আনিতে শিখিলে বৃদ্ধ বয়সে আমার সকল ভার লইবে, আর ওটী মেয়ে, সুতরাং পরের ঘরে যাইবে, এইরূপ দুই ভাব বাবার মনে স্থান পায় না। ইহাতে আমাদের মনে কত সুখ!

আচ্ছা, ভাবিয়া দেখত, এই জীবনে যত সুখ পাইয়াছ, পৃথিবীতে যাহা যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার কতগুলি বাবা মার নিকট হইতে আসিয়াছে? পিতা মাতা সন্তানকে কি দিয়াছেন? এই জীবন। যখন অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, তখন তাঁহাদের অবিরাম যত্ন ও

প্রাণের অধিক ভালবাসা না পাইলে কি আমাদের জীবন এক দিনও রক্ষা পাইত? কি কি পাইয়া আমাদের জীবন সুখী হয়? গণনা কর। তাহার কতগুলি বাবা, মা দিয়াছেন? অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, ভাই ভগিনী, সুস্থ শরীর ও শিক্ষা এ সকল কোথা হইতে পাইলাম? ইহার কোন একটীর উপরে কি আমাদের দাওয়া ছিল? স্নেহের উপরে, দয়ার উপরে কি কাহারও অধিকার আছে?

যতদিন পিতা মাতার স্নেহের কোলে আছি, যতদিন আমাদের জীবন কি সুখে ও কত নিরাপদে কাটিতেছে! কিন্তু এ সুখ ত জীবনে চিরদিন থাকিবেনা। এমন দিনত অবশ্যই আসিবে, যখন আমাদের এই আনন্দধাম পরলোকের ঘন অন্ধকারে চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইবে। তখন সংসারের নানা বিপদ, দুঃখ ও চিন্তা পাহাড়ের মত আমাদের জীবনের চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিবে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, "সৎপুত্র পিতা মাতাকে মৃদু কথা কহিবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবে এবং তাঁহাদের আজ্ঞাকারী থাকিবে; যে পুত্র এইরূপ, তাঁহার দ্বারাই কুল পবিত্র হয়।" এইরূপ সৎপুত্র হইবার আকাঙ্ক্ষা কি আমরা সকলেই করিনা? একটুকু সুখের ইচ্ছা বা একগুঁয়েমি ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের কষ্টের ভার যদি একটুকু কমিয়া যায় ও তাহাতে তাঁহাদের

প্রাণে যদি একটুকু সুখের সঞ্চার করিতে পারি, তবে তাহা অপেক্ষা সন্তানের সৌভাগ্য কি? কিন্তু ইহা বড় দুঃখের বিষয়, যে এই সহজ কথা মনে রাখিয়া সময় থাকিতে কাজ করিতে আমাদের কাহারও মনে হয় না। অনেক দিন হইল, কোন ইংরাজী কাগজে এক বৃদ্ধ ডাক্তারের জীবনের একটী দিনের ঘটনা পড়িয়াছিলাম। তোমাদের সে ঘটনাটী শুনিতে ভাল লাগিবে, তাই বলিতেছি।

"আমার যখন বার বৎসর বয়স, সেই সময়ে এক দিন বিকালে কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে পথে বাবার সঙ্গে দেখা হইল। দেখিলাম, তিনি একটা পুঁটুলী হাতে করিয়া সহরের দিকে যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বাবা বলিলেন, "এই পুঁটুলী অমুক স্থানে লইয়া যাও।" আমি স্বভাবতঃই অলস ছিলাম, সহজে কোন কাজে যাইতে চাহিতামন, বিশেষতঃ সেদিন সকাল হইতে সারাদিন ক্ষেতে কাজা করিয়া আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। সুতরাং কতক্ষণে বাড়ী গিয়া হাত মুখ ধুইয়া ঠাণ্ডা হইব ও পেট ভরিয়া খাইয়া পাড়ার আর পাঁচ জন ছেলেরে সঙ্গে খেলা করিতে যাইব, উৎসুকমনে সে কথাই ভাবিতেছিলাম। যে স্থানে যাইতে হইবে, তাহা দুই মাইল দূরে; সুতরাং সারাদিন খাটিয়া আগুণ হইয়া বাড়ী যাইবার সময় বাবা এমন নির্ম্মম আদেশ করিলেন, দেখিয়া আমার বড়ই

রাগ হইল। "আমি এখন কোন মতেই যাইতে পারিব না" খুব বিরক্ত হইয়া এই কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু জানিনা কেন, হঠাৎ আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। আমি না গেলে বাবা আপনিই যাইবেন, ইহা নিশ্চয় জানিতাম। বাবার মুখের দিকে চাহিলাম, তাঁহার ধীর ও প্রশান্ত মুখ দেখিয়া কঠিন কথাটা আমার মুখেই রহিয়া গেল। "আচ্ছা, বাবা, দাও, এখনই যাইতেছি।" এই বলিয়া প্রফুল্ল মুখে তাঁহার হাত হইতে পুঁটুলীটি লইলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত শরীরে তাঁহার আদেশ পালন করিতে আমার এই আগ্রহ দেখিয়া বাবার বড় আনন্দ হইল। তিনি সস্নেহে ও প্রফুল্ল মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি বলিলেই যে তুমি যাইবে, তাহা আমি জানিতাম। তুমি কখনই আমার অবাধ্য নও। আমি নিজেই যাইতাম, কিন্তু শরীর যেন কেমন করিতেছে, তাই আর গেলাম না।"

বাবা আমার সঙ্গে সঙ্গে সহর পর্য্যন্ত গেলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় আমার কাঁধে হাত দিয়া আবার বলিলেন, "তুমি চিরদিনই সুপুত্রের কাজ করিয়াছ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

বাবার কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় রাত্রি হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া বাহির বাড়ীতে পাড়ার সকলে

জড় হইয়াছে দেখিয়া, কি হইয়াছে দেখিতে তাড়াতাড়ী অগ্রসর হইলাম, যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। বাড়ী পৌছিয়াই হঠাৎ পড়িয়া গিয়া বাবার মৃত্যু হইয়াছে। যাঁহারা নিকটে ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমারই কথা বলিতেছিলেন।

আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আজিও সেই দিনের ঘটনা মনে উজ্জ্বলভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে। "তুমি চিরদিনই সুপুত্রের কাজ করিয়াছ।" বাবার এই শেষ কথা এখনও আমার কাণে বাজিতেছে। সেই সময় ঈশ্বরের দয়ায় যদি মনে হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় না হইত, তবে আজ আমার হৃদয় কি তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইত! মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে পিতার আদেশ পালন করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণে সুখের সঞ্চার করিয়াছি, ইহা যখন ভাবি, তখন ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতার উদয় হয়।"

আমাদের দেশের পুরাণে ও ইতিহাসে পিতা মাতার প্রতি ভক্তির কত সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। ভীষ্ম পিতার সুখের জন্য জন্মের মত রাজ্যের অধিকার ছাড়িলেন ও চিরকাল অবিবাহিত থাকিলেন। রামচন্দ্র পিতৃ সত্য পালনের জন্য চৌদ্দবৎসর গহন বনে বাস করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা পিতার আদেশে চির জীবনের মত

দেবযানীর দাসী হইলেন এবং তাঁহার পুত্র পুরু এক হাজার বৎসর পিতাকে আপনার যৌবন দিয়া তাঁহার জরা লইলেন।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অপূর্ব্ব স্নেহের একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, শোন।

কোন স্থানে এক ধনী গৃহস্থের একটী পুত্র ছিল। এক মাত্র সন্তান বলিয়া পিতা মাতা দুই জনেই পুত্রটীকে অত্যন্ত আদর দিতেন। অযথা আদর পাইলে সন্তানের যাহা হয়, পুত্রটীর তাহাই হইল। যত বড় হইতে লাগিল, ততই সে অবাধ্য, অলস ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহার উপদ্রবে আত্মীয় স্বজন ও পাড়ার লোক সকলে অত্যন্ত অস্থির হইতেন। অবশেষে এক দিন তাঁহারা সকলে মিলিয়া গৃহস্থের নিকটে আসিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনার পুত্রের উপদ্রবে আমরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। আপনার এক মাত্র সন্তান বলিয়া আমরা এতদিন কিছু বলি নাই, অথচ তাহার অত্যাচার দিন দিন বাড়িতেছে, অতএব আর নয়, হয় আপনার পুত্র ত্যাগ করুন, নতুবা আপনার সঙ্গে আমরা আর সম্বন্ধ রাখিবনা।" পিতা দেখিলেন, আর উপায় নাই, আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া সমাজে থাকা যায় না, সুতরাং অত্যন্ত অনিচ্ছায় তাঁহাদের কথায় তিনি সম্মত হইলেন। স্থির হইল, যে

এক নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলের সম্মুখে তিনি পুত্রকে ত্যাগ করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে গৃহস্থের বাটী আসিলেন। পুত্র যখন শুনিল, যে অদ্য পিতা মাতা সকলের সম্মুখে তাহাকে ত্যাগ করিবেন, তখন রাগে অন্ধ হইয়া আমায় কয়েক সহস্র টাকা না দিলে পিতা মাতার প্রাণ লইব বলিয়া এক বৃহৎ ছুরিকা হাতে লইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। বাড়ী আসিয়া এক কোণে লুকাইয়া বসিয়া সে সকল দেখিতে লাগিল, মনে ভাবিল, যখন পিতা মাতা তাহাকে ত্যাগ করিবেন, তখন এক লম্ফে তাঁহাদের উপরে পড়িয়া ছুরির আঘাতে তাঁহাদের প্রাণ লইবে। সে দেখিল, বৃদ্ধ পিতা অঙ্গনে বসিয়া আছেন, যাঁহারা, আসিয়াছেন, তাঁহারা এক খানি ত্যাগ পত্র বাহির করিয়া তাহা পড়িয়া গৃহস্থের হাতে দিলেন। তিনি তাহাতে আপনার নাম লিখিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আর একটুকু অপেক্ষা কর। আজ পঞ্চাশ বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এতদিন আমি তোমার কাছে কিছু চাহি নাই, আজ তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, যে, এক মাত্র সন্তান ত্যাগ করিও না। সকলে তাহার উপদ্রবে অস্থির, অতএব চল, তাহাকে লইয়া আমরা অন্য দেশে যাই। সে হাজার

অপরাধী হইলেও আমি তাহাকে কোন মতে ছাড়িতে পারিব না।” বলিতে বলিতে মাতা মনের অসহ্য যাতনায় কাঁদিতে লাগিলেন।

পিতা আর স্থির থাকিতে পারিলেননা, হাতের কাগজখানি দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “বন্ধুগণ, যদি তোমরা আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, তবু আমরা আমাদের এক মাত্র সন্তানকে ছাড়িতে পারিব না। ভাগ্যে যাহা আছে হউক, তাহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া পথে পড়িয়া যদি আমাদের প্রাণ যায়, আমরা তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি।”

কুলাঙ্গার পুত্র পিতা মাতার এই অপূর্ব্ব স্নেহ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পিতার শেষ কথা শুনিয়া তাহার হাত হইতে ছুরিকা খানি ভূমিতে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে দুর্ব্বৃত্ত হৃদয় হিংসা ও ক্রোধে আচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহা কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় প্লাবিত হইতে লাগিল।

পর ক্ষণে পিতা মাতার চরণে পড়িয়া বহুকালের দুরাচারী পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সেই দিন হইতে তাহার জীবন সম্পূর্ণ রূপে বদলাইয়া গেল। কুলাঙ্গার সন্তান ক্রমে বংশের গৌরব হইয়া পিতামাতার দগ্ধ প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিল। অবশেষে মৃত্যুকালে মাতা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “পুত্র,

ঈশ্বরের দয়ার যদি তুমি সুপথে না আসিতে, তবে আজ আমাকে পরলোকে নরকের আগুনে পুড়িতে হইত, কিন্তু তোমায় বংশের অলঙ্কার দেখিয়া আমি এখন আনন্দে স্বর্গে যাইতেছি।”

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার এইরূপ অনুপম স্নেহ দেখিয়াই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছিলেন, “সন্তান হইলে পিতা মাতা যত ক্লেশ সহ্য করেন, সন্তান শত বৎসরেও তাহা পরিশোধ করিতে পারে না।”

রামায়ণে পিতার প্রতি ভালবাসার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে! অভিষেকের দিন সকাল বেলা কৈকেয়ী বনে পাঠাইবেন বলিয়া রামকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাম আসিয়া দেখিলেন, মহারাজ দশরথ মলিন মুখে বসিয়া আছেন, অন্যদিনের মত তিনি রামের সঙ্গে কথা কহিলেন না। রামের মনে ভয় হইল, বুঝি বা আমারই কোন ব্যবহারে ইনি মনে কষ্ট পাইয়া এমন বিষণ্ণ হইয়া আছেন। তখন তিনি বিমাতাকে কহিলেন, “আমি পিতার অবাধ্য হইয়া, ইঁহার বিরক্তি ও রোষ উৎপাদন করিয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে চাহি না।”

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, “পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতার প্রীতি পাইলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন।”

পিতৃপুরুষ।

বাবা, মা, যেমন ভাল বাসেন, সেরূপ স্নেহ ও তাহার অধিক আদর, আমরা আর কোথায় পাই? আমাদের সকল আবদার, অপরাধ ও দৌরাত্ম্য আর কে, কে, প্রসন্ন ও আনন্দ চিত্তে বহন করেন? দোষ করিয়া বাবা মার কাছে শাস্তি পাইবার ভয়ে আমরা কাহার অভয় কোলে, কাহার অঞ্চলের পশ্চাতে গিয়া লুকাই? পিতা মাতা যদি আমাদের এত অনুরাগের অধিকারী হইলেন, তবে যাঁহাদের হইতে আমরা পিতা মাতা পাইলাম, তাঁহারা কি আমাদের দ্বিগুণ ভক্তি ও ভালবাসার অধিকারী নহেন? ঠাকুরমা, দিদিমা আমাদের গৃহে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া মনে হয়, কল্যাণ, স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিবার জন্য বিধাতা আমাদের গৃহে করুণার অক্ষয় উৎস স্থাপন করিয়াছেন। কথাটা কি বাড়াইয়া বলিলাম? দিদিমার স্মৃতি আমার মনে কি মধুর! এমন মানুষ পৃথিবীতে আর কোথায় দেখিব? জরা ও রোগে তাঁহার কোমল শরীর নত হইয়া পড়িয়াছিল, মাথার চুল রৌপ্য সূত্রের মত শুভ্র হইয়া গিয়াছিল, উজ্জ্বল গৌর দেহে বার্দ্ধক্যের রেখা পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও অলস দেখি নাই। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মত তাঁহার কল্যাণ হস্ত দুই খানি

সর্ব্বদাই স্নেহভাজনদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। তাঁহার কথা মনে হইলে বোধ হয়, স্নেহ মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নিকটে থাকিলে আপনাদিগকে কি সুখী মনে করিতাম! তাঁহার ক্ষুদ্র নাতি নাতিনীদের মধ্যে যখন শত ক্ষুদ্র কারণে মারামারী বাধিয়া যাইত, তখন তাহাদের বিবাদের মীমাংসা করা, চিনি, বাতাসা, মিছরী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা, তাহাদের প্রতিমুহূর্ত্তের শত অভাব দৃষ্টিমাত্রে বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করা, এই তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া ধীর ও প্রশান্ত ভাবে সকলের অভাব পূর্ণ করা ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। শত উত্তেজনায় তাঁহাকে উত্যক্ত হইতে দেখি নাই, কঠিন ও নির্ম্মম ব্যবহারেও তাঁহার মুখ হইতে রুক্ষ কথা বাহির হইতে শুনি নাই। অতুলনীয় ক্ষমা গুণ ও অপরাজিত বাৎসল্যে তাঁহার হৃদয় কি কোমল ও মধুর ভাব ধারণ করিয়াছিল! পৃথিবীতে আসিয়া অনেক স্নেহ ও অনেক ভালবাসা পাইলাম, কিন্তু সে অনুপম বস্তু আর কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।

আর দেবী কৌশল্যাসমা আমার আরাধ্য পিতামহী দেবী? সংসারে তিনি শোক, দুঃখ ও নিরাশার অনেক কঠিন বেদনা সহিয়াছিলেন। অন্ধকারে ভয় পাইলে শিশু যেমন জননীকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরে, দুঃখ শোকের কঠোর

আঘাতে তিনি তেমনি দেবতার চরণ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে চরণে মস্তক রাখিয়া তিনি সকল দুঃখে শান্তি লাভ করিতেন, তথায় নয়নের শতধারা বিসর্জ্জন করিয়া তিনি সকল সান্ত্বনা ও বল প্রাপ্ত হইতেন। দেবারাধনা, ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে তাঁহার দিবস কাটিত। অনবরত ব্রত ও উপবাস করিতেন বলিয়া তাঁহার মুখ অধিকাংশ সময় শুষ্ক ও মলিন দেখিতাম, কিন্তু সে মলিনতার পশ্চাতে কি অনুপম বৈরাগ্য ও দেবতার প্রতি ভক্তি বিরাজ করিত! তিনি যখন দেব পূজা বা গীতা পাঠ শ্রবণ করিতে বসিতেন, তখন তাঁহাতে আমি ভক্তিপরায়ণতার উজ্জ্বল ছবি প্রত্যক্ষ করিতাম। তাঁহার সৌম্য, গম্ভীর ও ভক্তিনম্র মূর্ত্তি আমার মনে আজিও কি পবিত্র ভাবের উদয় করে! প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তিনি শিশুদের লইয়া গল্প করিতে বসিতেন। সে সকল উপকথা কি মিষ্ট ছিল! তাহার আর অন্ত ছিল না। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা, পক্ষীরাজ ঘোড়া, কোতোয়ালের পুত্র ও রাজকন্যার কথা, রাক্ষস রাজার দেশ, ইন্দ্রভুবন, পারিজাত তরু, নারদের বীণা, গঙ্গার পৃথিবীতে আগমন ইত্যাদি কত কথা তাঁহার মুখে শুনিতাম। সন্ধ্যার আকাশে ভাঙ্গা মেঘগুলি থরে থরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যখন চসা ক্ষেতের আকার ধরিত তখন তিনি বলিতেন, মন্দাকিনীর তীরে মেঘের ক্ষেত

সোনার ধান বুনিবার জন্য অমর কৃষী যত্নে মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যার আকাশে তারা উঠিলে তিনি করিতেন, উহারা পুণ্যাত্মাদের আত্মা, প্রতি রজনীতে পুণ্যের সাক্ষ্য দিতে উদিত হয়। ছায়াপথ দেখাইয়া কহিতেন, এই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর নন্দনবনে যাইবার পথ। এই সকল কথা আমার শিশু হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব ও মধুর কল্পনার উদয় করিত! বহুদিন সে দুই স্নেহময়ীকে হারাইয়াছি, আজ তাঁহারা কোন্ সতী লোকে আছেন জানিনা, কিন্তু যেখানেই থাকুন, অতুল স্নেহ, অপার্থিব সরলতা ও পবিত্রতাগুণে তাঁহারা যে অক্ষয় আনন্দধামের অধিবাসী হইয়াছেন, তাহাতে আমি সন্দেহ করিনা।

ওপাড়ার সেনদের দাদা মহাশয় বড় মিষ্ট প্রকৃতির লোক। ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার নাতি নাতিনী অনেক গুলি। তিনি যখন বাহির হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসেন, তখন কি শোভাই হয়। গৃহে আসিলেই তাহারা পিপীলিকার সারির মত তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। কেহ তাঁহার কোলে উঠে, কেহ হাতে ধরে, কেহ তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ তাঁহার কাছে অন্য আবদার জানায়। তিনি তাহাদের সকলের দৌরাত্ম্য প্রীতিভরে সহ্য করেন। তিনি ভোজনে বসিলে তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া খাইতে বসে! তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখে খাবার

দিয়া তিনি খাইতে খাইতে কত আমোদ ও কৌতুক করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র মুখের অট্টহাসির লহরী চারিদিক যখন পূর্ণ করে, তখন সকলের কত আহ্লাদ!

আমার এক বন্ধু বলিয়াছেন, তিনি শৈশবকালে মাতামহের কোলে বসিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে সাহস, মহত্ত্ব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে যে শিক্ষা পাইয়াছেন, বড় হইয়া অনেক বই পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার অনুরূপ শিক্ষা জীবনে আর কোথাও পান নাই।

আমাদের দেশে বিবাহ প্রভৃতি সমুদয় শুভ অনুষ্ঠানে পরলোকগত পিতৃগণের স্মরণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রথা আছে। যাঁহারা জীবিত কালে কুলের শৃঙ্খলা, উন্নতি ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য কত পরিশ্রম, চিন্তা ও গুরুতর সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, কুলের প্রতি শুভ অনুষ্ঠানে সেই কুলরক্ষক ও কুললক্ষ্মীগণের নাম স্মরণ করা এবং সেই অনুষ্ঠানে তাঁহাদের শুভ কামনা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা বড় স্বাভাবিক ও সুন্দর। ইহা দ্বারা আমাদিগকে পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী করে, পরলোকগত পিতৃগণের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগকে বর্দ্ধিত করে এবং ইহ পরলোককে অতি গাঢ় ও পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই জন্য প্রতি ভারত সন্তান গাঢ় সম্ভ্রম ও নিষ্ঠার সহিত এই জাতীয় প্রথাটী রক্ষা করিয়া থাকেন। পরলোকবাসী পিতৃগণের প্রতি

এইরূপে সম্ভ্রম ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে যখন প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ, তখন ঈশ্বর দয়া করিয়া যাঁহাদিগকে আমাদের মধ্যে রাখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আরও কত গুরুতর! যাঁহারা সংসারে অনেক দুঃখ, দারিদ্র্য, পরিশ্রম ও শোকের ভার বহিয়াছেন, জীবনের সন্ধ্যাকালে পরলোকে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কি আমাদের সানুরাগ পরিচর্য্যা ও কোমল ব্যবহারের উপর দাওয়া নাই?

যাঁহারা পৃথিবীতে অনেক আঘাত সহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকৃতি অসহিষ্ণু ও কোপন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, কিন্তু আমরা যদি তাহা প্রসন্ন মনে বহন করিতে না পারি, তবে আমাদের মহা অপরাধ হইবে। বিশেষ ধৈর্য্য, সন্তোষ ও সরলতার সহিত বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণের সেবা করিতে হয়, যিনি এই ভাবে তাঁহাদের ভার বহন করিতে পারেন, ঈশ্বর তাঁহাদের উপর প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন।

এক বার এক জন ভদ্রলোকের অল্প বয়সে পিতৃ বিয়োগ ঘটে। সেই সময়ে তাঁহারা দুই ভাই বিদ্যালয়ে পড়িতেন। তাঁহাদের পিতামহী সে সময়ে জীবিত ছিলেন। বৃদ্ধা এক মাত্র পুত্রের বিয়োগে শোকে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। তিনি যখন শোকে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেন, তখন পৌত্র দুই জন তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেন, "মা, এক জন গিয়াছেন,

কিন্তু চাহিয়া দেখ, তোমার আরও দুই জন রহিয়াছে।” বৃদ্ধা যতদিন শোকভগ্ন শরীরে বাঁচিয়াছিলেন, পৌত্রগণ তাঁহার সকল প্রকার সেবা ও পরিচর্য্যা স্বহস্তে করিতেন। এই গুণবান পৌত্র দুই জনই বহুদিন হইল, পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধা পিতামহীর প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগ ও কোমল পরিচর্য্যার কথা এখনও আমাদের স্মৃতিতে রহিয়াছে। তাই বলি, ক্ষুদ্র পাঠক পাঠিকা, ঈশ্বর দয়া করিয়া যদি তোমাদের গৃহে কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে রাখিয়া থাকেন, তবে তোমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করিও। জরা আসিয়া ক্রমে ক্রমে যাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তি কাড়িয়া লইতেছে, তোমাদের তরুণ দেহের নূতন শক্তি দিয়া, তাঁহাদের সে অভাব পূর্ণ করিতে সর্ব্বদা উৎসুক থাকিও। মনে রাখিও, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিলে কল্যাণ, শান্তি, আনন্দ ও দেবতার কৃপা তোমাদের জীবন অলঙ্কৃত করিবে।

ভাই বোন।

শিশুকালে যখন ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করিতাম, তখন দিদিমা আমায় থামাইয়া কহিতেন, “মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই ?”

সুদূর শৈশবের কোন্ অস্পষ্ট দিনে কথাটা শুনিয়াছিলাম, সেদিনের কথা আজ ভাল করিয়া মনে নাই, কিন্তু যত বড় হইতেছি, উহার মূল্য ততই বুঝিতেছি। বাল্যের বিমল প্রভাতে যাঁহাদের স্নেহের হাত ধরিয়া বাহির হইয়াছিলাম, আজ তাঁহারা কোথায়? আমার সেই আজন্মের পরিচিত বাৎসল্যের বাসমন্দির আজ আর নাই, তাঁহারা শ্মশান ভস্মে পরিণত হইয়াছেন। এখন কত চিন্তা পাহাড়ের মত, আসিয়া আমায় ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীর নানা কষ্টের মধ্যে যখন ভগিনীর সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল প্রীতি: পাই, তখন চক্ষু মুছিয়া কতবার বলি, "মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই?"

সম্রাট আকবরের মির্জা আজিজ নামে এক জন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই আজিজের মাতা জিজি অনগা শিশু আকবরকে লালন পালন করিয়াছিলেন; আজিজ ও আকবর দুই জনেই এক মাতার দুগ্ধে মানুষ হইয়াছিলেন। বড় হইয়া আকবর যখন হিন্দুস্থানের সম্রাট হইলেন, তখন তিনি জিজির দুগ্ধের ঋণ ভুলিয়া যান নাই, ধন মান, পদ ও ঐশ্বর্য্য দিয়া চিরদিন তাঁহার পতি পুত্রকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। আজিজ উদ্ধত, দুর্ম্মুখ ও অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন, সর্ব্বদা বিদ্রোহাচরণ করিয়া সম্রাটকে বার বার উত্যক্ত করিতেন; কিন্তু আকবর আজিজের শত দুর্ব্যবহার চির দিন অপরিসীম সহিষ্ণুতা

সহকারে সহ্য করিতেন। মন্ত্রী ও ওমরাহগণ আজিজের অপরাধের জন্য সম্রাটের নিকট শাস্তি প্রার্থনা করিলে তিনি ধীর ও প্রশান্ত ভাবে কেবল কহিতেন, "আজিজ ও আমার মধ্যে যে দুগ্ধের নদী বহিতেছে, তাহা লঙ্ঘন করিবার শক্তি আমার নাই।" সম্রাট আকবরের পারিবারিক জীবনের আর অধিক কথা আমি ইতিহাসে পড়ি নাই, কিন্তু আজিজের প্রতি তাঁহার এই সস্নেহ উদার আচরণের কথা যখন ভাবি, তখন তাঁহার প্রতি গাঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন বুঝিতে পারি, কি গুণে এই সর্ব্বজন প্রিয় মোগল সম্রাট সমুদয় হিন্দুস্থানে আপনার একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

এই সৌভ্রাত্র বড় প্রশংসনীয় গুণ। এই গুণ যাহাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত, তাহারা মহত্ত্ব লাভে অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। আমাদের দেশের পুরাণ ও ইতিহাস ভ্রাতৃস্নেহের শত শত উদাহরণে পূর্ণ! ভীষ্ম চিরদিন রাজ্য হইতে বঞ্চিত ও অবিবাহিত থাকিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্য ও সন্তানদের পালন করিলেন। লক্ষ্মণ গৃহের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বনে গেলেন। আর ভরত রাজ্য পাইয়াও তাহা ফিরাইয়া দিতে চিত্রকূটে রামের নিকটে গেলেন। পথে যে ইঙ্গুদী গাছের তলে রাম বনবাসের প্রথম রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিয়াছিলেন, "যিনি অতি উচ্চ অট্টালিকায় চিরদিন থাকিয়াছেন, যাঁহার গৃহ সর্ব্বদা সুগন্ধে পূর্ণ থাকিত, তিনি ভিখারীর মত এই বৃক্ষতলে পড়িয়াছিলেন? আমি তবে আর কি বলিয়া রাজার মত বেশ পরিব? আজ হইতে আমিও জটা রাখিব ও বল্কল পরিব, ভূমি আমার শয্যা হইবে এবং ফল মূল খাইয়া আমি জীবন ধারণ করিব।" রামকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া তাঁহার পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া তদুপরি ছত্র ধরিয়া ভরত চৌদ্দ বৎসর রামের রাজ্য পালন করিলেন, পরে রাম ফিরিয়া আসিলে সেই পাদুকা রামের পদে পরাইয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার রাজ্য আমি এতদিন অনেক যত্নে রক্ষা করিয়াছি, ভাণ্ডার যে অর্থ ছিল, এই চৌদ্দ বৎসরে তাহা দশগুণ বেশী হইয়াছে। তুমি যে রাজ্যভার আমায় দিয়াছিলে, তাহা আবার লও।"

ভরতের এই নিঃস্বার্থ আত্মবিস্মৃত ভালবাসার দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই কি অত্যন্ত মিষ্ট লাগেনা? ভরত এরূপ না হইলে রামায়ণের কাহিনী সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া যাইত, তখন আর তাহার কোন মূল্যই থাকিত না।

এখন তবে আমরা বুঝিতেছি, যে নিঃস্বার্থতাই মানব জীবনের এক মাত্র অমৃত। অমৃত যে খায়, তাহার আর কোন রোগ হয় না, সে আর বৃদ্ধ হয় না, সে অমর হইয়া যায়, এই একটা প্রবাদ আমরা চির দিন শুনিয়া আসিতেছি।

ভাবিয়া দেখিলে নিঃস্বার্থতাই মানব জীবনের সেই অমৃত। ইহা মানুষকে সুস্থ করে, জীবনের সকল কষ্ট দূর করে এবং অপূর্ব্ব সুখে জীবনকে মিষ্টতায় পূর্ণ করে। ভরতও লক্ষ্মণের মধ্যে এই নিঃস্বার্থতা পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই রামায়ণের চিত্রগুলি এমন সুন্দর হইয়াছে।

আমরা তবে এখন বুঝিতেছি, যে আমরা যে অকপটে ভালবাসিতে পারি, ইহাই মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ ও গৌরব। একে অন্যের সুখ চায়, অথচ সকলেই সুখী হয়, ইহাই ভাই ভগিনীর সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য। ভাই ভগিনীর কাছে থাকিয়া যেমন নিঃস্বার্থতা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা হয়, এমন আর কোথায়ও হয় না। এই জন্যই দেখিয়াছি, যে সকল বালক বালিকা পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, তাহাদের প্রকৃতি অসহিষ্ণু, কোপন ও স্বার্থপর হইয়া থাকে। কারণ, তাহারা জন্মিয়া অবধি আপনার সুখ দুঃখের চিন্তা ভিন্ন অন্য কাহারও চিন্তা করিতে শিখে না এবং অপরকে সুখী করিতে গেলে পদে পদে যে আপনার সুখাসক্তির খর্ব্ব করিতে হয়, সে উচ্চ শিক্ষা তাহাদের হয় না। বাল্যকাল হইতে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর সহিত প্রতিদিনের সম্বন্ধে যে ভক্তি, বিনয়, নিঃস্বার্থতা ও স্নেহশীলতার বিকাশ হয়, আর কিছুতে এমন হয় না। ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক।

বল দেখি, এখন জীবন যত মিষ্ট লাগিতেছে, ভাই বোন না থাকিলে কি তেমন লাগিত? কখনই না। শৈশবের স্মৃতি আমাদের সকলের মনে কি মধুর! বাল্যকালে যে পুষ্করিণীর তটে খেলা করিয়াছি, অজয়ের সেই শ্যামল তীর, ছোট ভাইটীর সহিত তাহার নির্ম্মল জলে কত সুখের সাঁতার দিয়াছি, তাহার মধ্য হইতে নানা বর্ণের কত ক্ষুদ্র পাথর কুড়াইয়া আনিতাম, মাছগুলি তাহাতে কত আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইত। সেই ঘাট যাহাতে সন্ধ্যাকালে বসিয়া ভাই বোনে কত গল্প করিতাম, যেখানে শিশু ভগিনীর কলহাস্য এখনও কল্পনায় কতবার শুনিতে পাই, এই সকল ছবি আমার মনে ইন্দ্রধনুর মত সুন্দর বর্ণে চিরদিনের মত অঙ্কিত রহিয়াছে। এখন মনে হয়, যেন বিধাতার বরে স্বর্গের নন্দন বনে কিছুদিনের জন্য খেলা করিবার অধিকার পাইয়াছিলাম। ভাই বোনের স্নেহ স্মৃতিতে জড়িত বলিয়া বাল্য জীবনের স্মৃতি আমার মনে এমন উজ্জ্বল রহিয়াছে। শিশুদের জন্য রচিত একটী গানে আছে, "তব গুণে ঘর খানি ভাই বোনে সাজিয়াছে।" ভাই বোন যে আমাদের জীবনের সৌন্দর্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এক পার্ব্বত্য গ্রামে এক ঘর কৃষক পরিবার বাস করিত। তাহারা দরিদ্র শ্রমজীবী,

আপনাদের ও অপোগণ্ড ছয়টী সন্তানের ভরণপোষণের জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কেই কঠিন শ্রম করিতে হইত।

লোকালয় হইতে তিন চারি মাইল দূরে তাহাদের কুটীর খানি। কুটীরের অনতিদূরে একটী নদী বহিয়া যাইত, তাহার উপরে এক ভাঙ্গা সেতু। তাহা পার হইয়া বনের মধ্য দিয়া অনেক দূর গেলে পর তবে লোকালয় পাওয়া যাইত। হাট বাজার সমুদয়ই এতটা পথ হাঁটিয়া করিতে হইত।

এক দিন তাহাদের বাড়ী হইতে ছয় মাইল দূরে এক স্থানে নিলাম হইবে সংবাদ পাইয়া কৃষক ও তাহার স্ত্রী দুই জনেই সে স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিল। কথা রহিল, তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিবে, এই জন্য সারাদিনের মত বাড়ী ঘর আগলাইবার ও আর পাঁচটী ছোট ছোট সন্তানকে দেখিবার ভার নয় বৎসরের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা কন্যার উপর দিয়া পিতা মাতা সকাল বেলা বাটী হইতে বাহির হইল।

শিশুগুলির সারাদিন খেলাধূলায় কাটিয়া গেল। বৈকাল হইলে কন্যাটী ভাইবোনদের মুখ হাত ধুইয়া দিয়া তাহাদিগকে পরিষ্কার কাপড় পরাইল। সন্ধ্যা হইলে উনান ধরাইয়া খাবার তৈয়ার করিয়া রাখিল, পরে চা করিবার জল আগুনের উপর বসাইয়া রাখিল। কারণ, শীতে এত দূর হাঁটিয়া আসিয়া গরম গরম চা পাইলে পিতা মাতা পথের কষ্ট ভুলিবেন।

কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই চারিদিক অন্ধকার করিয়া কাল কাল মেঘ আকাশ ছইয়া ফেলিল। ভয়ানক বেগে ঝড় বহিতে লাগিল এবং বরফ পড়িয়া দেখিতে দেখিতে পথ, মাঠ ও পাহাড় সাদা হইয়া গেল। বালক বালিকারা সকলে বাবা মার জন্য কাঁদিতে লাগিল। দিদি সকলকে লইয়া আগুনের কুণ্ডের কাছে বসিয়া নানা গল্পে তাহাদের ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এক এক বার দরজা জানালায় বাতাসের শব্দ হইলেই ছেলে মেয়েগুলি মা, বাবা, বলিয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু কই তাঁহারা?

রাত্রি ক্রমে বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও তুষার পতনের প্রকোপও বাড়িয়া চলিল। কন্যাটি সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশু দুইটীকে ঘুম পাড়াইয়া বিছানায় শোওয়াইল ও আর তিনটীকে লইয়া পিতামাতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। রাত্রি অন্ধকার, আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, বাহিরে প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে, তুষার পড়িয়া ভূমি সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া যাইতেছে, এক মাত্র ঝটিকার সোঁ সোঁ শব্দ ভিন্ন জন মানবের আর কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। চারিটি শিশু ভয়ে জড়সড় হইয়া পক্ষিশাবক গুলির মত পরস্পরের গা ঘেঁসিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, অবশেষে তাহারা শ্রান্তি, ভয় ও উৎকণ্ঠায় অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সে ভয়ানক রাত্রি প্রভাত হইল। বালিকা অনেক কষ্টে দ্বার খুলিয়া দেখিল, উঠানে রাশীকৃত বরফ পড়িয়া আছে। মা, বাবা হয়ত এখনই আসিবেন, এই আশায় ও উৎসাহে বালিকা নিদ্রিত শিশুদের জাগাইয়া তাহাদের মুখ হাত ধুইয়া ও কাপড় পরাইয়া সকলকে খাওয়াইল। কিন্তু তাহার পিতামাতা আর ফিরিলেন না। বালিকা একবার ভাবিল, নদী পার হইয়া গ্রামে গিয়া তাঁহাদের সন্ধান লইয়া আসি, কিন্তু সে দুর্য্যোগে ঘরের বাহির হওয়াই দুষ্কর। আর পাঁচটী শিশুকে কাহার কাছে রাখিয়া সে বাটীর বাহির হইবে? বালিকার মন আর ধৈর্য্য মানে না, বাবা মা কোথায় গেলেন, তাহাদের কি হইল ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চায়, কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিল, সে ভাবিল, আমি যদি এখন অধীর হইয়া পড়ি, তাহা হইলে ভাইবোনেরা কাহার মুখের দিকে চাহিবে?

কিন্তু সাহসী বালিকা মনের এইরূপ অবস্থাতেও আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলনা। সে সারাদিন ধরিয়া ঘরের সমুদয় কাজ সারিয়া রাখিল। ভাঁড়ারে অল্প আটা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহা দিয়া সে কয়েকখানা রুটি গড়িল। বড় ভাই বোন কয় জন অর্দ্ধভুক্ত থাকিয়া

ছোট ভাই বোনদের ভাল জিনিস যাহা ছিল, সমুদয় পেট ভরিয়া খাওয়াইল।

দিন থাকিতে থাকিতে বালিকা বড় ভাইদের লইয়া কাঠের মাচা হইতে কাঠ পাড়িয়া ঘরে আনিল, ঘরে যে কাঠ ছিল, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। ঘরে আগুন না জ্বালিলে এত শীতে থাকা অসম্ভব।

এই দুই দিন গোয়ালে গরু কয়টী ঘাস জল পায় নাই। মাচা হইতে বিচালী পাড়িয়া বালিকা তাহাদের খাইতে দিল ও যতটুকু পারিল, দুধ দুহিয়া আনিল। এই সকল কাজ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চারিদিক অন্ধকার করিয়া আরও বেগে ঝড় ও বৃষ্টি আসিল, তখন ঘরে আগুন জ্বালিয়া তাহার পাশে বসিয়া নিরুপায় শিশু কয়টী পিতামাতার জন্য অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পর দিন প্রভাতে ভাইবোনদের খাওয়াইয়া বালিকা পিতামাতার উদ্দেশে বাহির হইল। পথ ঘাট বরফে আচ্ছন্ন, চারিদিকে জনমানব নাই। ক্ষুদ্র বালিকা ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সাহসে বুক বাঁধিয়া পথ বাহিয়া চলিল। মা বাবা কোথায় গেলেন, যেমন করিয়াই হউক তাহাদের সন্ধান করিবে, এই প্রতিজ্ঞা তাহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিল।

ছয় মাইল হাঁটিয়া গিয়া বালিকা সেই গ্রামে উপস্থিত

হইল। এক কুটীরের দ্বারে দিয়া আঘাত করিলে গৃহস্বামী তাহাকে সাদরে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকা যখন শুষ্কমুখে ও সজলনয়নে তাঁহাকে তাহার পিতামাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! তোমার বাবা মা বাড়ী পৌছেন নাই? আজ চারিদিনের কথা, তাঁহারা এখানকার কাজ শেষ করিয়া বাড়ীর জন্য রওনা হইয়াছেন। তখন ঝড় ও বৃষ্টি আরও হইল দেখিয়া, আমরা তাঁহাদিগকে যাইতে অনেক নিষেধ করিলাম, কিন্তু তোমরা একা আছ বলিয়া তাঁহারা কিছুতেই থাকিতে পারিলেননা, ঝড় ও বৃষ্টি মাথায় লইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।"

সেই কৃষক ও তাহার পত্নীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছেনা, এই সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। ষাট জন বলিষ্ঠ পুরুষ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাদের খুঁজিতে পাহাড় ও নদীর চারিদিকে ছুটিল। তিন দিন পরে কৃষক ও তাহার স্ত্রীর মৃতদেহ বরফের তল হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হইল। ছয়টী শিশু তাহাদের পিতামাতাকে আর জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া পাইল না।

নয় বৎসরের বালিকা কিরূপ ধৈর্য্য, সাহস ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি সহকারে এত দিন ভাই ভগিনীগুলিকে লইয়া সেই

নির্জ্জন কুটীরে কাটাইয়াছে, সেই সংবাদ শীঘ্র শীঘ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও তাঁহার ভগিনী এত ক্ষুদ্র বালিকার এমন সাহস ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এই অনাথ শিশুগুলির প্রতিপালনের উপযোগী প্রচুর অর্থ শীঘ্র সংগৃহীত হইল এবং ছয়টী শিশু নানা পরিবারে সন্তানবৎ গৃহীত হইয়া সাদরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এ জীবনে ভগিনীর নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। যখন স্কুলে পড়িতাম, আমার সঙ্গিনী এক বালিকা ছিলেন, শৈশবে তাঁহাদের মা মরিয়া গিয়াছিলেন। মধ্যমা কন্যা মাতার মৃত্যুর পর শিশু ভাই ভগিনীদের পালন করিয়াছিলেন। পিতা আবার বিবাহ করিলেও সংসারের সমুদয় ভার এই কন্যার উপরেই ছিল। তাহাদের তখন বৈমাত্রেয় ভাই ভগিনীও অনেক গুলি হইয়াছে, এমন সময় বালিকার বিবাহ স্থির হইল। যাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল, সেই যুবা বালিকাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বিবাহের সমুদয় আয়োজন স্থির, এমন সময়ে বালিকার পিতা হঠাৎ ঘোর উন্মাদ হইয়া গেলেন। বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবার আর কেহ ছিল না। ভগ্ন মনে বিবাহ সম্বন্ধ রহিত সেই গুণবতী কন্যা বালিকা এই কার্য্যে রত হইলেন। সেই

রমণী আজিও জীবিত আছেন, জীবনের সকল সুখ চির জন্মের মত ত্যাগ করিয়া তিনি সকল ভাই ভগিনীকে লালন পালন ও শিক্ষিত করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মহৎ ত্যাগের জন্য তাঁহাকে হৃদয়ের কত খানি দিনে দিনে ভাঙ্গিতে হইয়াছে, সে ইতিহাস কে জানে? ইহারই নাম ত্যাগ। ভগিনী ভিন্ন ইহা আর কে করিতে পারে?

ভৃত্য।

রক্তের সম্বন্ধ নাই বলিয়া কি ভৃত্যেরা আমাদের কেহ নহে? কোন্ গৃহ এমন আছে, যেখানে তাহাদের আবশ্যক হয় না? যাহাদের শ্রমশীলতা, বাধ্যতা, বিশ্বস্ততা ও অনুরাগের উপর আমাদের আরাম ও স্বচ্ছন্দতা এবং গৃহের শৃঙ্খলা ও সুখ প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, আমরা কি তাহাদিগকে গৃহের লোক বলিয়া গণ্য করিব না? "আমি তোমায় টাকা দিব, তুমি আমার কাজ করিবে" এই দেনা পাওনার উপর ভৃত্য ও প্রভুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও মানব প্রকৃতি এমনই সুন্দর উপাদানে গঠিত, যে স্বভাবের গুণে ইহারই মধ্যে স্বর্গের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

যাহার জানুর উপর বসিবার অধিকার লইয়া শৈশবকালে ভগিনীতে ভগিনীতে বিবাদ করিয়াছি, যাহার সঙ্গে এক পাত্রে বসিয়া অন্নগ্রাস লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, যাহার শ্রমভার বণ্টন করিয়া লইব বলিয়া শিশুতে শিশুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছি, শৈশবে আমার প্রতিপালক সেই প্রাচীন ভৃত্যের কথা আমি কিরূপে ভুলিয়া যাইব? আমার শৈশবের সকল আবদার পূর্ণ মাত্রায় পালন করিবার জন্য যাহার নিকট সময় অসময় বোধ ছিল না, তাহার চির প্রসন্ন হৃদয়ের মধুর স্মৃতি আমার মন হইতে কিরূপে মুছিয়া যাইবে?

"অন্যে যে ব্যবহার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, তুমি অন্যের প্রতি সেই ব্যবহার কর," এই নীতি যদি কোথাও মনে রাখা আবশ্যক হয়, তবে তাহা ভৃত্যের সম্বন্ধে। আমরা যদি তাহার সুখ দুঃখের সংবাদ সর্ব্বদা লই ও তাহার পরিবারের কুশল কামনা করি, তবেই আমরা প্রকৃত প্রভু হইব। ভৃত্যের সেবা কি আমরা হীন চক্ষে গ্রহণ করিব? সেবা করে বলিয়া কি তাহারা নীচ হইয়া গেল? না, তাহা নয়। মহর্ষি ঈশা একবার তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, পর সেবা করিয়া তাঁহাকে সে উচ্চ অধিকার পাইতে হইবে, নতুবা সে পদ কেহ পাইবে না।" যীশু মুখেই কেবল এই উপদেশ দেন নাই,

একদিন সকল শিষ্যের ধূলিলিপ্ত চরণ আপনার হাতে ধুইয়া দিয়া তিনি তাঁহার উপদেশ কাজে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সুন্দর দৃষ্টান্তে লোকে সচরাচর যাহাকে নীচ কাজ মনে করে, তাহার গৌরব কত গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। যীশুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহার কত শিষ্য পরসেবায় জীবন দান করিয়াছেন। ইংলণ্ডে কুমারী নাইটিঙ্গেল নামে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া প্রাচীনা নারী আছেন। সমগ্র ইংলণ্ডের লোক তাঁহার নাম গভীর সম্ভ্রম ও ভক্তি ভরে লইয়া থাকেন। কিসে ইঁহার এত গৌরব হইল জান? পরসেবা গুণে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যে সকল সৈন্য আহত হইয়াছিল, তিনি এমন নিঃস্বার্থ কোমল স্নেহে তাহাদের সেবা করিয়াছিলেন, যাহার অনুরূপ উদাহরণ মানব জাতির ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে কোন কার্য্যই যে হীন নহে, কিন্তু যে ভাব লইয়া মানব যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্দ্বারাই যে তাহা উন্নত বা অবনত হইয়া থাকে, এই সকল সাধু সাধ্বীর মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এই ভাবে গ্রহণ করিলে ভৃত্যের সেবা আমাদের চক্ষে কি নূতন সৌন্দর্য্য উপস্থিত করে! ভৃত্য কি তাহার সেবা দ্বারা আপনাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসনে উত্থিত করেনা? ভৃত্যের স্নেহ, মমতা ও বিশ্বস্ততায় কত পরিবার কত বিপদ

হইতে যে উদ্ধার পাইয়াছে, কে তাহার ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছে ?

সিপাহী বিদ্রোহের সময় কানপুরে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়। সিপাহীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে বধ করিবে। এই সময়ে এক হীন জাতীয়া স্ত্রীলোক এক জন ফিরিঙ্গীর গৃহে ধাত্রীর কাজ করিত। সিপাহীরা যখন কানপুর অবরোধ করে, তখন দুই বৎসরের শিশু রাখিয়া সেই সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই প্রাণত্যাগ করেন। ঐ ধাত্রী সেই শিশুকে আপনার সন্তানের ন্যায় পালন করিতে থাকে। কিছু দিন পরে নানা সাহেবের সহিত ইংরাজদের এই সন্ধি হয়, যে তিনি ইংরাজ মহিলা ও বালক বালিকাদিগকে নিরাপদে সহর ত্যাগ করিয়া যাইতে দিবেন। ধাত্রী অন্যান্য ইংরাজ মহিলাদের সঙ্গে সেই শিশু ও আপনার পনর বৎসর বয়সের পুত্রকে লইয়া নৌকায় উঠিল। এই সময়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা আসিয়া নদী তীর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। ধাত্রী বিপদ দেখিয়া শিশুকে লইয়া নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া তীরে উঠিল, মাতা ও পুত্র দুই জনই ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। এমন সময়ে এক সিপাহী তরবারী হস্তে ধাত্রীর সম্মুখে আসিয়া শিশুকে চাহিল, সে শিশুকে দৃঢ়রূপে বুকে জড়াইয়া রহিল। সিপাহী কহিল, "তুমি বালককে দাও,

আমি তোমায় কিছু বলিব না।” ধাত্রী কহিল, “আমি কোন মতেই শিশুকে ত্যাগ করিবনা, ঈশ্বরের দয়ার কথা ভাবিয়া তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।” এই সময়ে ধাত্রীর পুত্র ব্যস্ত হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, “মা, শিশুকে দিয়া তুমি আপনার প্রাণ বাঁচাও।” “না, তাহা হইবে না। আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু অনাথ শিশুকে আমি ঘাতকের হস্তে দিতে পারিবনা,” এই কথা বলিবামাত্র সিপাহী ধাত্রীকে কাটিয়া ফেলিল, পরে তাহার কোলের শিশুকেও বধ করিল। এই সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে অযোধ্যার এক দল দেশীয় সৈন্যের সঙ্গে এক জন ইংরাজ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার বাম্‌নী নামে এক পরিচারিকা ছিল। এক দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। ডাক্তার সংবাদ পাইয়া তিনটী সন্তানসহ পত্নীকে তৎক্ষণাৎ লক্ষ্ণৌ সহরে পাঠাইয়া দিয়া যেথানে ইংরাজ পুরুষগণ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। প্রাণ বাঁচাইবার ব্যস্ততায় ডাক্তার ও তাঁহার পত্নী অলঙ্কারাদি মূল্যবান বস্তু কিছুই সঙ্গে লইতে পারেন নাই। তাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলে বাম্‌নী প্রভু পত্নীর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সমুদয় অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে সিপাহীরা তথায় আসিয়া দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া সেই গৃহে অগ্নি দিল! ডাক্তার দূর হইতে আপনার গৃহ

জ্বলিতেছে, দেখিলেন। এদিকে বামনী অলঙ্কারাদি লইয়া আপনার গৃহে গিয়া গোপনে তাহা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিল। এইরূপে এক বৎসরেরও অধিককাল সেই অলঙ্কারগুলি বাম্‌নীর নিকটে থাকে। বিদ্রোহ থামিয়া গেলে বাম্‌নী শুনিতে পাইল. যে তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী নিকটবর্ত্তী এক নগরে আসিয়াছেন। তখন সে সেই স্থানে গিয়া অন্তরাল হইতে প্রভু ও প্রত্নীকে দেখিল, পরে গৃহে ফিরিয়া গিয়া মাটী খুঁড়িয়া অলঙ্কারাদি বাহির করিয়া প্রভুর গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিল। বাম্‌নী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া ডাক্তার ও তাঁহার পত্নী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহার পর যখন সে সমুদয় অলঙ্কারাদি উপস্থিত করিল, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা জানিতেন, সিপাহীরা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। তাঁহারা এক একটী করিয়া সমুদয় অলঙ্কার বুঝিয়া লইলেন, দেখিলেন, একটীও হারাইয়া যায় নাই। বাম্‌নীর এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারা তাহাকে দ্বিগুণ বেতনে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন! বাম্‌নী প্রভুর বিশ্বাস ভাজন হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে একজন ইংরাজ সেনাপতি তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন,

কেবল দেড় বৎসরের একটী শিশু তাঁহার নিকটে ছিল। ঐ শিশুর এক জন মুসলমান ধাত্রী ছিল। একদিন প্রাতঃকালে সে শিশুটীকে লইয়া বেড়াইতে গিয়া শুনিল, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে, সে শিশুটীকে লইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া আসিল ও তাহার সর্ব্ব শরীর কাপড়ে ভাল করিয়া ঢাকিয়া এক কোণে লুকাইয়া রাখিয়া আপনি তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে সিপাহীরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, "আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইংরাজ কাহাকেও জীবিত রাখিবনা, তুমি শিশুটীকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, আমাদের বল।" ধাত্রী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগিল, "তোমরা দয়া করিয়া আমায় প্রাণে মারিওনা, আমি তোমাদের কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই। স্ত্রীলোককে মারিলে তোমাদের কি পৌরুষ বাড়িবে?" সিপাহীরা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল। এক জন তরবারী দিয়া তাহার শরীরে আঘাত করিল, এইরূপে বারবার আঘাত করাতে সে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। সিপাহীরা চলিয়া গেল। ধাত্রী অনেকক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া শিশুটীকে লইয়া আপনার গৃহে গেল এবং যাহাতে কেহ তাহাকে ইংরাজ বলিয়া মনে করিতে না পারে, এইজন্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার

রঙ মাথাইয়া দিল। এইরূপে সে শিশুটীকে অনেক দিন ধরিয়া আপনার নিকট রাখিয়া সন্তানের ন্যায় পালন করিতে লাগিল। তাহার পর সে শুনিতে পাইল, যে তাহার প্রভু লক্ষ্ণৌ নগরে আছেন এবং প্রভুপত্নীও বিলাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সে শিশুটীকে লইয়া তথায় গমন করিল এবং তাঁহাদের সন্তান তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিল।

মিবারের রাণা সঙ্গের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র উদয় সিংহ অতি শিশু ছিলেন। তিনি শিশু বলিয়া রাজের প্রধান ব্যক্তিগণ রাজ্য শাসনের ভার বনবীর নামক এক দাসী পুত্রের হস্তে দিয়াছিলেন। বনবীর রাজের শাসন ভার পাইয়াই রাজ্যের উত্তরাধিকারী উদয় সিংহকে মারিয়া ফেলিবে স্থির করিল। রাত্রিতে শিশু উদয় সিংহ পান ভোজন করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া উদয় সিংহের ধাত্রী পান্না বাইকে সংবাদ দিল, যে বনবীর রাজপুত্রকে মারিতে আসিতেছে। পান্না এই কথা শুনিয়াই নিদ্রিত রাজপুত্রকে এক বৃহৎ ফলের ঝুড়িতে শোয়াইয়া তাহা পাতা দিয়া ভাল করিয়া ঢাকিয়া সেই ঝুড়ি ভৃত্যকে দিয়া বলিল, "এখনই ইহা দুর্গের বাহিরে লইয়া যাও।" ভৃত্য শিশুকে লইয়া গেলে ধাত্রী রাজ কুমারের বিছানায় আপনার নিদ্রিত শিশুকে রাখিয়া

দিয়া গৃহের কোণে নীরবে বসিয়া রহিল। এমন সময়ে বনবীর শাণিত বৃহৎ ছুরিকা লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া উদয় সিংহ কোথায়, ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী কিছু না বলিয়া বিছানার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। বনবীর তৎক্ষণাৎ সেই শিশুকে হত্যা করিয়া চলিয়া গেল। নিঃস্বার্থহৃদয়া পান্না মিবারের রাজবংশ রক্ষা করিবার জন্য এইরূপে আপন সন্তানকে বিসর্জ্জন দিল।

এই যে সকল ভৃত্যের কথা উল্লেখ করিলাম, বল দেখি, আমরা কে ইহাদের মত বিশ্বস্ততা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা ও প্রভুর প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিতে পারিতাম? এই সকল নারী কি দেবকন্যা বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত নহে? অথচ ইহারা কেহই আমাদের মত শিক্ষা, সদুপদেশ ও সাধুজীবন দেখিবার সুবিধা পায় নাই। সমুদ্রের অতল তলে সামান্য ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তা পাওয়া যায়, তেমনি এই সকল কাহিনী পড়িয়া আমরা দেখিতেছি, এ জগতে যাহারা নীচকুলে জন্মিয়াছে বলিয়া সর্ব্বদা অনাদৃত, তাহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে অতি উচ্চ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। বড় বংশে জন্মিলেই কিছু বড় হওয়া যায়না, কিন্তু মহৎ ভাবে যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই পূর্ণ, মহৎ ত্যাগ করিতে যাহারা কুণ্ঠিত নয়, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে সম্ভ্রান্ত

লোক, এই বংশে জন্মিবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে।

ইতর জন্তু।

দারজিলিং সহরে বার্চ হিল নামে একটী সুন্দর গিরিশৃঙ্গ আছে, এখানে প্রকৃতির শোভা অতি চমৎকার। তথায় সুন্দর নীল আকাশ, নানা উদ্ভিদের চির শ্যাম সজীব সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতের উপর মেঘের বিচিত্র খেলা ও বন পাখীর মধুর কাকলী মন মুগ্ধ করে। এই স্থানে যত বার বেড়াইতে গিয়াছি, মন স্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়াছে। এই স্থানে এক কোণে একটী কুকুরের সমাধি আছে, তাহার গাত্রে ইংরাজীতে এই কথা গুলি খোদিত আছে,

Erected to the memory of
Jim
the faithful friend and canine companion of
a forest officer
who will ever mourn his loss.
Died 23rd June 1900
Aged 9 years.

Not hopeless, round this sad sepulchral spot.
A wreath presaging hope we twine,
If God be love, what rests beneath
Is not without a spark divine.

বনবিভাগের এক জন কর্ম্মচারীর বিশ্বাসী বন্ধু ও সঙ্গী কুকুর জিমের স্মৃতিতে এই স্তম্ভ স্থাপিত হইল। ইনি জিমের জন্য চিরদিন শোক করিবেন।

তাহার পর যে কবিতা, তাহার অর্থ এই,

নিরাশাচ্ছন্ন প্রাণে নহে, কিন্তু আশাপূর্ণ অন্তরে আমরা এই স্তম্ভের চারিদিকে মালা বেষ্টন করিতেছি। ঈশ্বর যদি প্রেমময় হন, তবে ইহার তলে যাহা সমাহিত রহিল, তাহা অমর আত্মার কণা হইতে বঞ্চিত নহে।

আমি প্রতিদিন এই স্থানে বেড়াইতে যাইতাম ও যত বার এই কথা গুলি প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে পড়িতাম, চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিত। ভাবিতাম, যাহারা ইতর প্রাণী বলিয়া ঘৃণিত, তাহাদেরই এক জন নয় বৎসর ধরিয়া তাহার সদ্‌গুণে এক জন মানুষের হৃদয়ে এমন গভীর শ্রদ্ধার উদয় করিয়াছিল, যে তিনি তাহার আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া কত দম্ভ করে, কিন্তু আমরা কুকুর ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যে বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ প্রভৃতি যে সকল উচ্চগুণের প্রচুর বিকাশ দেখি, তাহাতে অনেক সময় মনে হয়, মানুষের সর্ব্বোচ্চ জীব বলিয়া গর্ব্ব করিবার কারণ অতি অল্পই আছে। নিম্নে কয়েকটী সত্য ঘটনা বলিতেছি, শোন।

স্কটলণ্ডদেশীয় সুবিখ্যাত লেখক সার ওয়াল্টার স্কট

একদা একটী কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক ছুঁড়িয়াছিলেন। কুকুরটী আঘাত পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। প্রহারে তাহার এক খানি পা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সে তাহা লইয়াই স্কটের পা চাটিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া স্কট্ অনুতাপে দগ্ধ হইলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আপনার নৃশংস কার্য্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই এবং তাহার পর হইতে তিনি জীবনে দয়ার কার্য্য করিতে কখনও ভুলেন নাই।

এক জন ফরাসী বণিকের কাহারও নিকটে কিছু টাকা পাওনা ছিল। তিনি একদিন প্রত্যূষে ঘোড়ায় চড়িয়া টাকা আনিতে চলিলেন, সঙ্গে তাঁহার অতি প্রিয় বিশ্বাসী কুকুরও চলিল। বণিক যখন টাকা লইয়া গৃহের দিকে ফিরিলেন, তখন বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। তিনি রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া পথের পার্শ্বে এক গাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, টাকার থলিটী তাঁহার পাশে রহিল।

শ্রান্তি দূর করিয়া আবার ঘোড়ায় উঠিবার সময় বণিকের থলিটী লইতে মনে ছিলনা, তিনি আপনার মনে বাড়ীর দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন। কুকুর প্রভুর এই ভুল বুঝিতে পারিয়া ঘোড়ার পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল এবং বিকট চীৎকার করিয়া প্রভুকে

তাঁহার ভ্রম বুঝাইতে চেষ্টা করিল। প্রভু তাহার ভাষা বুঝিতে পারিলেননা, তিনি আদর করিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহাকে তাঁহার পশ্চাৎ চলিতে কহিলেন, কিন্তু বিশ্বস্ত জন্তু প্রভুর ক্ষতির কথা ভাবিয়া এমন অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, যে সে তাঁহার স্নেহপূর্ণ ডাকে কাণ না দিয়া ঘোড়ার সম্মুখে গিয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও উচ্চ স্বরে ডাকিতে লাগিল। বণিক কুকুরের এমন ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন, কুকুরটী কি তবে হঠাৎ পাগল হইয়া গেল? কিছু দূরে একটী ক্ষুদ্র জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছিল, কুকুর জল দেখিয়া পান করে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বণিক সেই দিকে ঘোড়া চালাইলেন, কিন্তু কুকুর প্রভুর টাকার কথা চিন্তা করিয়া বাহিরের জ্ঞান এমন হারাইয়াছিল, যে জলপান করা দূরে থাকুক, ক্ষিপ্তের মত হইয়া ঘোড়ার পায়ে অনবরত কামড়াইতে লাগিল। বণিকের এখন নিশ্চিত বোধ হইল, যে কুকুর পাগল হইয়া গিয়াছে, কারণ পাগল হইলে কুকুর আর জল পান করে না। তখন তিনি পকেট হইতে ভরা পিস্তল বাহির করিয়া তাহাকে গুলি করিলেন। নির্দ্দোষ জন্তু নিরপরাধে আহত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বণিক প্রিয় জন্তুর রক্তাক্ত শরীর দেখিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া গৃহের দিকে ঘোড়া

ছুটাইলেন, পথে যাইতে যাইতে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল; তিনি আপনাআপনি কহিতে লাগিলেন, "হায়, আমার এমন প্রিয় কুকুর কেন হঠাৎ পাগল হইয়া গেল? তাই তাহাকে আমি আপন হাতে বধ করিলাম। এমন দুর্ভাগ্য ঘটা অপেক্ষা আমার থলির সমুদয় টাকা যাওয়া বরং ভাল ছিল।" থলির কথা মনে হইতেই বণিক থলি কোথায় খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, থলি আনেন নাই; তৎক্ষণাৎ তিনি সেই বৃক্ষের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে রক্তের ধারা চলিয়াছে দেখিলেন, বৃক্ষের তলে গিয়া দেখিলেন, কুকুর টাকার থলি বুকে আগুলিয়া মৃত্যু যাতনায় ধড়ফড় করিতেছে। প্রভুকে দেখিয়া সে আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল ও তাঁহার হাত চাটিতে চাটিতে প্রাণত্যাগ করিল। বণিক তাঁহার মূঢ়তার জন্য চিরদিন অনুতপ্ত রহিলেন।

একবার এক শিকারী পক্ষী শিকারের বন্দুক হাতে লইয়া শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। মাঠে এক স্থানে অনেকগুলি পক্ষী চরিতেছে দেখিয়া তিনি গুলি ছুঁড়িলেন। একটী পক্ষী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। শিকারী আহত পক্ষী কোথায় গেল বলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক বৃক্ষের

উপর হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তের ধারা মাটীতে পড়িতেছে এবং গাছের উপরে পক্ষিশাবকগুলি অস্ফুট রব করিতেছে। শিকারী গাছে উঠিয়া দেখিলেন, পক্ষিণী আহত হইয়া আপন নীড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। অন্ধ শাবকগুলি মাতা খাদ্য আনিয়াছে ভাবিয়া খাইবার আশায় মুখ ব্যাদান করিয়াছে ও মাতার দেহের রক্তধারা তাহাদের মুখে পড়িতেছে। পক্ষিণীর মুখে শাবকের আহার রহিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর যাতনায় তাহার মুখ অবশ হইয়া আসিতেছে। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া সেই শিকারীর মনে যে যাতনা উপস্থিত হইল, তাহার জন্য তিনি আর কখনও পক্ষী শিকার করিতে বন্দুক স্পর্শ করেন নাই।

এই সকল সত্য ঘটনা পড়িয়া আমাদের হৃদয় কি এই সকল ভাষাহীন ইতর জন্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না? যাহারা পরিশ্রম করিয়া আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে, আপনাদের লোম পালক ও চর্ম্ম দিয়া আমাদের শীত নিবারণ করে, শরীরের মাংস দিয়া আমাদের ক্ষুধা দূর করে, তাহাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? কত বালক বালিকা কুকুর, বিড়াল ও কীট পতঙ্গের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপনাদের নির্দ্দয় অন্তঃকরণের পরিচয় দেয়। তাহারা কেহ একথা কেন মনে করে না, যে ইহাদের শরীর আমাদেরই মত রক্ত মাংসে গঠিত ও যিনি আমাদের পিতা সেই বিধাতা ইহাদেরও সৃজন করিয়াছেন?

এ জগতে যাহারা জীবন লাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এখানে সুখে থাকিবে ; সে সুখ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার অধিকার তোমার আমার কাহারও নাই।

সম্পূর্ণ।